সত্তর দশকে বাংলাদেশের কাগুজে মুদ্রা : নকশা পর্যালোচনা

ড. ফারজানা আহমেদ*

সারসংক্ষেপ : ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই একই বছরে বাংলাদেশে প্রথম কোষাগার নোট চালু করে। সেই থেকেই এদেশে যাত্রা শুরু হলো নিজস্ব কাগুজে মুদ্রা, যা টাকা নামে পরিচিত। এই কাগুজে মুদ্রার সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান অব্দি নানা রকম ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, নকশার বৈচিত্র্যতায় তা কেমন ছিল, কী কী পরিবর্তন লক্ষ করা যায়? এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়ে প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব অন্বেষণ এই প্রবন্ধের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। সত্তর দশকে বাংলাদেশের কাগুজে মুদ্রার নকশা বিবর্তন, বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল তা আলোকপাত করার ক্ষেত্রে আলোচ্য প্রবন্ধটি ভূমিকা রাখবে।

ভূমিকা

কবে থেকে এবং কখন কাগুজে মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয় তার সুনির্দিষ্ট ইতিহাস নিয়ে বেশ মতভেদ আছে। পেশাভিত্তিক সমাজে মানব সভ্যতার ইতিহাসের উষালগ্নে ছিল বিনিময় প্রথা। যা ছিল লেনদেনের প্রধান মাধ্যম। ধারণা করা হয়, অষ্টাদশ শতক থেকে ব্রিটিশরা কাগজের মুদ্রা ব্যবহার শুরু করে। ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর ব্যাংক অব বেঙ্গল ভারতবর্ষে প্রথম দুইশত পঞ্চাশ সিক্কা রুপি নোট প্রকাশ করে।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ব্রিটিশরা ভারত উপমহাদেশ থেকে চলে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং পাকিস্তানের একটি

* সহকারী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অংশ হিসেবে গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাত থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত লাখো বাঙালি মুক্তিযোদ্ধার জীবন বিসর্জন ও নয় মাসের রক্তপাতের পরে হানাদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে একটি নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়।

১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন সময়ের সরকার পাকিস্তানের রাজ্য ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরের কার্যালয়ের সম্পদ ও দায় স্বীকার করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হিসেবে ঘোষণা করে। স্থায়ী কেন্দ্রীয় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হন আ ন ম হামিদউল্লাহ্। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দেশের মুদ্রার নামকরণ গৃহীত হয় 'টাকা' এবং মুদ্রার প্রতীক হয় '৳'। ১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ সরকারি মুদ্রা হিসেবে 'টাকা'কে ঘোষণা করা হয়।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশে প্রথম কোষাগার নোট চালু করে যার মূল্যমান ছিল ১ টাকা। সেই থেকে কাগুজে নোট হলো টাকা। কাগুজে মুদ্রা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'বাংলাদেশ ব্যাংক' কর্তৃক প্রবর্তিত। ব্যতিক্রম ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার নোট অর্থ সচিবের স্বাক্ষরে অবমুক্ত করা হয়। বাকি সব নোটে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে। বর্তমানে ১, ২, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা মূল্যমানের কাগুজে মুদ্রা প্রচলিত আছে। ২০০৮ সালে প্রথম বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি মূল্যমানের ১০০০ টাকার নোটের প্রচলন হয় (মোহাম্মদ, ২০২০ : ৭৪)।

১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ ভারতের সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস NASIK থেকে স্বাধীনতার মাত্র তিন মাসের মধ্যে জরুরিভিত্তিতে ১ টাকা ও ১০০ টাকার কাগুজে নোট মুদ্রণ করে বাংলাদেশের নিজস্ব কারেন্সি অবমুক্ত করা হয়। কিন্তু ভারতের নোটে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যের ঘাটতি ছিল। তাই পরবর্তী সময়ে ভারতে মুদ্রিত নোটসমূহ অচল ঘোষণা করা হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক নিজস্ব কারেন্সি ও ব্যাংক নোট নিজ দেশেই মুদ্রণের লক্ষ্যে সরকারি সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস স্থাপনের যাবতীয় ব্যয়সহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস বিষয়ে সুইজারল্যান্ডের বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান মেসার্স ডি-লা-রু-জিউরির কারিগরি সহায়তায় এবং ECNEC-এর অনুমোদনক্রমে 'সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস প্রকল্প'টি রাজধানী ঢাকার পার্শ্ববর্তী

জেলা গাজিপুর সদরের একটি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশসমৃদ্ধ স্থান শিমুলতলীতে স্থাপনার কাজ শুরু হয়।

১৯৮৮ সালে ১ টাকা মূল্যমানের কারেন্সি নোট ও ১০ টাকা মূল্যমানের ব্যাংক নোট উৎপাদন শুরুর মাধ্যমে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কাগুজে মুদ্রা উৎপাদন এবং ১৯৮৯ সালে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর কালক্রমে অন্যান্য মেশিনপত্র স্থাপন এবং সফলভাবে অন্যান্য মূল্যমানের নোটও মুদ্রণ শুরু করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল কাগুজে নোটসহ ডাক বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, শিক্ষাবোর্ড, বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদানুযায়ী বিবিধ নিরাপত্তা সামগ্রী মুদ্রণ কাজ এ প্রতিষ্ঠানে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং প্রেরণায় স্বল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সংবলিত নতুন ডিজাইনের সবগুলো ব্যাংক নোট বাজারে ছাড়া হয়েছে (তথ্যসূত্র : কালের সাক্ষী)।

চিত্র ১ : বঙ্গবন্ধুর কাছে নতুন নোট হস্তান্তর, ১৯৭২ সাল

জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ১৯৩টি দেশের মধ্যে, নোট ছাপানোর জন্য, মাত্র কয়েকটি দেশের নিজস্ব সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকামী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের নিজস্ব সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রতিষ্ঠান সত্যিকার অর্থেই গৌরব ও অহংকার (মোহাম্মদ, ২০২০ : ৭৪)। ১৯৭২ সালে (চিত্র-১) স্বাধীন রাষ্ট্রের জনক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট বাংলাদেশের প্রথম কারেন্সি নোট ও মুদ্রা হস্তান্তর করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর আ ন ম হামিদউল্লাহ্। পাশে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সংখ্যামানের কাগুজে মুদ্রার নকশা

মানব সভ্যতার জন্মলগ্ন হতেই যখন মুদ্রার প্রচলন, ঠিক তখন থেকেই মুদ্রার মুখ্যপিঠে রাজা বা সম্রাটের প্রতিকৃতি শোভা পেত। সেই প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করেই বর্তমানে বিভিন্ন দেশের কাগুজে মুদ্রায় ও ধাতব মুদ্রায় রাষ্ট্রনায়কের প্রতিকৃতি যথাযথ মর্যাদায় স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

১৯৭২ সাল

১ টাকার কাগুজে মুদ্রা
১৯৭২ সালের ৪ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশে ১ (এক) টাকার কাগুজে মুদ্রার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : ১ (এক) টাকার কাগুজে মুদ্রার সম্মুখভাগের বামপাশে অবস্থিত আউট লাইন বৃত্তের মাঝে বাংলাদেশের মানচিত্র।

বিপরীত দিক (Reverse) : মুদ্রার বিপরীত দিকে Guilloche pattern এবং সংখ্যামান ১ বাংলায় মাঝ বরাবর লেখা রয়েছে।

নকশা (Design) : দু পার্শ্বের বর্ডারেই ইসলামিক মোটিফের আদলের সমন্বয়ে নকশা অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : এ মুদ্রার নকশাটি সচিত্রকরণধর্মী নয়।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রার সম্মুখ এবং বিপরীত দিকে Guilloche pattern-এর ছোটো ছোটো মোটিফ লক্ষ করা যায়।

লিখনশিল্প (Lettering) : অলংকরণধর্মী টাইপোগ্রাফিতে এক টাকা সংখ্যাটি লেখা রয়েছে। ইংরেজি সংখ্যাতে '1' লেখাটি আপ করা হয়েছে এবং বাকি বাংলায় কথায় লেখা সংখ্যাটি ডাউন করা হয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : সমগ্র মুদ্রাটির অলংকরণধর্মী বর্ডার, ম্যাপের বিন্যাস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ লেখাটি বাংলা এবং ইংরেজিতে সুপরিকল্পিতভাবে অলংকরণ করা হয়েছে।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের ওপরের দুই পাশে দুটো ফুলের ওপর বাংলায় সংখ্যামান ১ লিখে তা সজ্জিত করা হয়েছে। অপরদিকে এঙ্গেল করা

চতুর্ভুজের মাঝে বাম পাশে বাংলায় ১ ও ডান পাশে ইংরেজিতে 1 লেখা রয়েছে। বাংলা ভাষার আধিক্য এখানে লক্ষণীয়।

জলছাপ (Watermark) : নেই।

রঙ (Colour) : বেগুনি, কমলা ও সবুজ রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ৯৮ x ৬৩ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নেই।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : তৎকালীন সময়ে এ কাগুজে মুদ্রার নকশা প্রিন্টিং প্রেসের মাধ্যমেই করা হয়।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : ভারতের সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস (NASIK) থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের এক টাকা মূল্যমানের ব্যাংকনোট অবমুক্ত করা হয়।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব কে. এ. জামান (অর্থ সচিব, বাংলাদেশ সরকার) কর্তৃক স্বাক্ষরিত। জাল হবার কারণে নোটটি ৩০শে মার্চ ১৯৭৪ সালে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

৫ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ বাংলাদেশে ৫ (পাঁচ) টাকার কাগুজে মুদ্রার প্রচলন করা হয়।

চিত্র ২ : এক টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ৪ঠা মার্চ ১৯৭২ সাল

সম্মুখভাগ (Obverse) : নোটের সম্মুখ দিকে ছিল বাংলাদেশের মানচিত্র ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি।

বিপরীত দিক (Reverse) : পেছনের দিকে ছিল জ্যামিতিক নকশা।

নকশা (Design) : এ নোটটি বেশ নকশাধর্মী। বর্ডারের নকশায় Guilloche pattern ও স্পাইরাল প্যাটার্নের আদলে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পাশে বাংলাদেশের মানচিত্র ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি বাস্তবধর্মী সচিত্রকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রার সম্মুখভাগ ও বিপরীতভাগে ফুল ও স্পাইরাল প্যাটার্নের ছোটো ছোটো মোটিফ লক্ষ করা যায়।

লিখনশিল্প (Lettering) : অলংকরণধর্মী টাইপোগ্রাফিতে পাঁচ টাকা সংখ্যাটি লেখা রয়েছে। সামনের ভাগে ওপরে বাংলায় ৫ এবং ইংরেজি সংখ্যাতে '৫' লেখা। তার নিচে কথায় দুইপাশে পাঁচ টাকা ও FIVE TAKA ক্যালিগ্রাফিতে লেখা রয়েছে। বিপরীত দিকে বাংলায় ও ইংরেজিতে ৫, 5 লেখা। নিচে কথায় দুইপাশে পাঁচ টাকা ও FIVE TAKA ক্যালিগ্রাফিতে লেখা রয়েছে, যা খুবই দৃষ্টিনন্দিত।

অলংকরণ (Ornamentation) : সমগ্র কাগুজে মুদ্রাটি অলংকরণধর্মী। মুদ্রাটি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের ওপরের দুইপাশের বাংলা ও ইংরেজিতে সংখ্যামান লেখা তার নিচে ফ্লোরাল স্পাইরাল নকশাটি দ্বারা নোটটি সজ্জিত করা হয়েছে। অপরদিকে মাঝখানে বাংলা ও ইংরেজিতে পাঁচ সংখ্যামান লিখে পেছনে ফুলের অলংকরণ করা হয়েছে। এ নোটটির কম্পোজিশনে নান্দনিকতা রয়েছে।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপ দেখা যায় না।

রং (Colour) : বেগুনি, সবুজ ও কমলা রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১১৭ x ৬৩ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : অদৃশ্য, নোটের ডানদিকে সম্পৃক্ত।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : নেই

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : ভারতের মহারাষ্ট্রের NASIK-সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছে এ নোট।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব এ. এন. হামিদউল্লাহ্ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

১৯৭৩ সালের ১লা এপ্রিল নোটটি জাল হবার কারণে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

চিত্র ৩ : পাঁচ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ৪ঠা মার্চ ১৯৭২ সাল

১০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ বাংলাদেশে ১০ (দশ) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : ভারত থেকে মুদ্রিত নোটের সম্মুখ দিকে রয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি।

বিপরীত দিক (Reverse) : মুদ্রার বিপরীত দিকে রয়েছে জ্যামিতিক নকশা।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। মুদ্রার সজ্জায় Guilloche pattern এ অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ও বাংলাদেশের ম্যাপ রয়েছে। বিপরীত পৃষ্ঠে কিছু ফ্লোরাল সচিত্রকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে ফুল, ইসলামিক মোটিফ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের যা Guilloche pattern নামে পরিচিত তার সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী। বাংলায় কথায় 'দশ টাকা' এবং ইংরেজিতে 'Ten Taka' লেখা সংবলিত নোটটিতে রয়েছে নান্দনিকতা। কারণ, ডিজাইনিকরূপে যথার্থ।

অলংকরণ (Ornamentation) : বেশি অলংকরণধর্মী। এ মুদ্রাটিতে স্পাইরাল ফর্মের প্যাটার্ন দেখা যায়।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার বিপরীতভাগের মধ্যভাগে বাংলায় ১০ ও ইংরেজিতে ১০ লেখাটি রয়েছে যার নিচে ফ্লোরাল প্যাটার্নের নকশা দ্বারা সজ্জিত।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপ নেই।

রং (Colour) : বেগুনি, সবুজ ও কমলা রঙের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৩৭ x ৬৩ মিঃমিঃ

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নিরাপত্তা সুতা রয়েছে।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : ভারতের সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস (NASIK) থেকে ছাপা হয়।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব এ. এন. হামিদউল্লাহ্ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত। কাগজের মান খুব ভালো ছিল না। ১৯৭৩ সালের ১লা এপ্রিল এই নোটকে অচল ঘোষণা করা হয়।

চিত্র ৪ : দশ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ৪ঠা মার্চ ১৯৭২ সাল

১৯৭২ সালের ২রা জুন বাংলাদেশে ১০ (দশ) টাকার কাগুজে মুদ্রার পুনরায় নতুন নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : সামনের দিকে শোভা পাচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি (মুখ বাম দিকে ফেরানো)।

বিপরীত দিক (Reverse) : মুদ্রার বিপরীত দিকে রয়েছে নদীমাতৃক বাংলাদেশের চিরায়ত গ্রামীণ দৃশ্য-নদী, নৌকা, ধানখেত, পাটখেত।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় নতুনত্ব রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় স্পাইরাল প্যাটার্নের আদলে গতানুগতিকভাবে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ও বিপরীত পৃষ্ঠে নদীমাতৃক বাংলাদেশের ছবি বাস্তবধর্মীরূপে সচিত্রকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে ফুল, লতাপাতা, ইসলামিক মোটিফ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী। সামনের ভাগে তিনদিকে বাংলা ও ইংরেজিতে সংখ্যামান লেখা। নিচে বোল্ড ফন্টে বাংলা ১০ সংখ্যামানের পাশে টাকার সিম্বলটি উপস্থাপিত হয়েছে। বিপরীত পাশে আড়াআড়িভাবে বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যামান উল্লিখিত তবে নিচে ইংরেজি বোল্ড সংখ্যাতে ১০ লেখা। কখনো কখনো স্ট্রোক আবার কখনো কখনো ফিল কালারে তা অলংকৃত করা হয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে সচরাচর পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে সাদা বৃত্ত অথবা চতুর্ভূজ ফর্মের অলংকরণ দেখা যায়। কিন্তু এ মুদ্রাটিতে স্পাইরাল ফর্মের সাদা প্যাটার্ন দেখা যায়। যা নতুনত্ব এনেছে।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের উপরে মধ্যভাগে বাংলায় কথায় বাংলাদেশ ব্যাংক লেখাটির নিচে ফ্লোরাল প্যাটার্নের নকশা এবং বামপাশের উল্লম্বভাবে বর্ডারের সাথে ইংরেজিতে Bangladesh Bank লেখাটি একটি নতুন রূপ প্রদান করেছে। অপরদিকে চারপাশে বর্ডার দেখা যায় তাতে বাংলা ও ইংরেজিতে বাংলাদেশ ব্যাংক লেখা এবং TEN TAKA লেখাটি সাদা রঙে যা উজ্জ্বলভাবে সজ্জিত হয়েছে।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে বাঘের মাথা দেখা যায়।

রং (Colour) : নোটের রং সামনে নীল, সবুজ ও খয়েরি এবং পিছনে সবুজ রংয়ের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৪০ x ৬৯ মিঃমিঃ

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের মাঝখানে নিরাপত্তা সুতা রয়েছে।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : শিল্পী কে. জি. মুস্তাফা।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : টমাস ডি লা লু **(Thomas De La Rue) (TDLR)**, ইংল্যান্ড।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব এ. এন. হামিদউল্লাহ্ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ৫ : দশ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ২ জুন ১৯৭২ সাল

১৯৭৩ সাল

১৯৭৩ সালের ২ মার্চ বাংলাদেশে ১ (এক) টাকার কাগুজে মুদ্রার পরিবর্তিত নকশা প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : ১ (এক) টাকার কাগুজে মুদ্রার সম্মুখভাগের বামপাশে রয়েছে একগুচ্ছ ধানের শিষ।

বিপরীত দিক (Reverse) : মুদ্রার বিপরীত দিকে নকশাকৃত বৃত্তের মাঝে আমাদের জাতীয় প্রতীক শাপলা রয়েছে।

নকশা (Design) : দুপার্শ্বের বর্ডারেই সূক্ষ ত্রিভূজ আকৃতির মোটিফের নকশা দেখা যায়।

সচিত্রকরণ (Illustration) : একগুচ্ছ ধানের শিষ হাতে সচিত্রকরণ লক্ষ্য করা যায়।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রার সম্মুখ এবং বিপরীত দিকে কলকা এবং ফ্লোরাল মোটিফের সমন্বয়ে কম্পোজিশন করা হয়েছে।

লিখনশিল্প (Lettering) : অলংকরণধর্মী টাইপোগ্রাফিতে এক টাকা সংখ্যাটি লেখা রয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : সমগ্র মুদ্রাটির অলংকরণধর্মী বর্ডার, অলংকৃত মোটিফের বিন্যাস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ লেখাটি বাংলায় স্ট্রিপের মাঝে অলংকরণ করা হয়েছে। পুরো মুদ্রাটি জুড়ে হালকা রঙের ফ্লোরাল নকশা রিভার্সে অলংকৃত।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের ওপরের দুই পাশে দুটো পানপাতার ন্যায় বৃত্তের ওপর বাংলায় সংখ্যামান ১ লিখে ও নিচেও দুটি নকশি পিঠার আদলের বৃত্তের মাঝে বাংলায় সংখ্যামান ১ লিখে তা সজ্জিত করা হয়েছে। অপরভাগে চারপাশে ৪টি চতুর্ভুজের মাঝে ক্রস করে বাংলায় ১ ও ইংরেজিতে 1 লেখা রয়েছে।

জলছাপ (Watermark) : রয়েল বেঙ্গল টাইগারের শরীরসহ মাথা মুদ্রার ডানপাশে লক্ষ করা যায়।

রং (Colour) : হালকা বেগুনি ও সোনালি রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১০০ x ৬০ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : অদৃশ্য তবে কাগুজে মুদ্রার মাঝখানে তা স্থাপিত।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : প্রেসের নামটি পাওয়া যায়নি।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব মতিউল ইসলাম (অর্থ সচিব, বাংলাদেশ সরকার) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

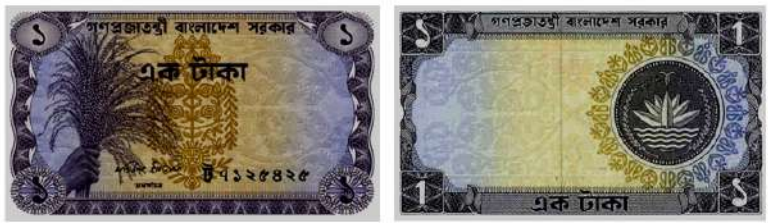

চিত্র ৬ : এক টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ২রা মার্চ ১৯৭৩ সাল

১৯৭৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে ১ (এক) টাকার কাগুজে মুদ্রায় পুনরায় পরিবর্তিত নকশা প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : পরিবর্তিত নকশাটিতে ১ (এক) টাকার কাগুজে মুদ্রার সম্মুখভাগের বামপাশে একজন মহিলা ধান মাড়াচ্ছে, নিচে মুরগির ছানা এবং মাঝে লোকজ মোটিফ ।

বিপরীত দিক (Reverse) : মুদ্রার বিপরীত দিকে ডানপাশে নকশাকৃত বৃত্তের মাঝে আমাদের জাতীয় প্রতীক এবং ধানের শিষ রয়েছে।

নকশা (Design) : দু পার্শ্বের বর্ডারেই খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লাইনের সমন্বয়ে নকশা অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : কাগুজে এ মুদ্রাটির সম্মুখভাগের মহিলাকে স্কেচের সাহায্যে বাস্তবধর্মীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। মাঝে একটি লোকজ নকশার সচিত্রকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রার সম্মুখভাগে লোক মোটিফ এবং বিপরীত দিকে ৪টি square pattern-এর ছোটো ছোটো মোটিফ হালকা রঙে ছাপা লক্ষ করা যায়।

লিখনশিল্প (Lettering) : অলংকরণধর্মী টাইপোগ্রাফিতে এক টাকা সংখ্যাটি লেখা রয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : সমগ্র মুদ্রাটির অলংকরণধর্মী বর্ডার, মাঝখানে অলংকৃত লোকমোটিফের বিন্যাস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ লেখাটি বাংলায় স্ট্রিপের মাঝে অলংকরণ করা হয়েছে। পুরো মুদ্রাটির দুপাশ জুড়ে হালকা রঙের লোকজ নকশা রিভার্সে অলংকৃত।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের ওপর ও নিচে লোকজ প্যাটার্নের ওপর বাংলায় সংখ্যামান ১ লিখে তা সজ্জিত করা হয়েছে। অপরদিকে এঙ্গেল করা বর্ডারের নকশার ওপর বাংলায় ১ ও ইংরেজিতে ১ আড়াআড়িভাবে লেখা রয়েছে।

জলছাপ (Watermark) : বাঘের গর্জনের অভিব্যক্তিপূর্ণ জলছাপ দেখা যায়।

রং (Colour) : বেগুনি, কমলা ও ফিরোজা রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১০০ x ৬০ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : অদৃশ্য তবে কাগুজে মুদ্রার বামপাশে স্থাপিত।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : তৎকালীন সময়ে এ কাগুজে মুদ্রার নকশা প্রিন্টিং প্রেসের মাধ্যমেই করা হয়।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : সুনির্দিষ্টরূপে উল্লেখ নেই।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব মতিউল ইসলাম (অর্থ সচিব, বাংলাদেশ সরকার) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

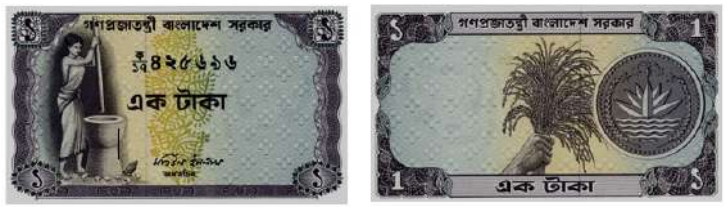

চিত্র ৭ : এক টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭৩

৫ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে ৫ (পাঁচ) টাকার কাগুজে মুদ্রার নতুন নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নান্দনিক নোটের সামনের অংশে ছিল লালসহ হালকা নীল, হলুদ ও গোলাপি রঙের ছাপ; বাম দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি, নকশি আলপনা লক্ষণীয়।

বিপরীত দিক (Reverse) : বিপরীত দিকে লাল রঙের মাঝে জলাভূমিতে শোভা পাচ্ছে বিকশিত শাপলা ও পাটের শিকা, পুকুর পাড়ে বাঁশঝাড়।

নকশা (Design) : এ নোটটি বেশ নকশাধর্মী। বর্ডারের সজ্জায় নতুনত্ব রয়েছে। বর্ডারের নকশায় লোকজ প্যাটার্ন ও স্পাইরাল প্যাটার্নের আদলে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটিতে বাংলাদেশের জাতীয় ফুলের সমন্বয়ে সচিত্রকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রার সম্মুখভাগে বিভিন্ন নকশা ও লোকমোটিফের সাহায্যে নোটটি অলংকৃত। বর্ডারে স্পাইরাল প্যাটার্ন লক্ষ করা যায়।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফিধর্মী লিখনে পাঁচ টাকা সংখ্যাটি লেখা রয়েছে। সামনের ভাগে চারপাশে বাংলায় ৫ লেখা। ওপরে কথায় মাঝখানে পাঁচ টাকা লেখা

রয়েছে। পেছনের ভাগে দুইপাশে আড়াআড়িভাবে বাংলায় ৫ সংখ্যামান লেখা। ওপরে একপাশে ইংরেজিতে ৫ সংখ্যামান লেখা। বিপরীত দিকের নিচে মধ্যভাগে বাংলায় কথায় পাঁচ টাকা লেখা তবে ঠিক তার বামপাশেই ইংরেজিতে FIVE TAKA লেখা কিছুটা ছোটো ফন্টে। যা সচরাচর পূর্বের নোট ডিজাইনে দেখা যায়নি।

অলংকরণ (Ornamentation) : সমগ্র কাগুজে মুদ্রাটি লোকফর্মে অলংকরণ করা হয়েছে। বাস্তবধর্মী অলংকরণের ফলে এ মুদ্রাটি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের চারপাশে বাংলা সংখ্যামান ৫ লেখা রয়েছে। তবে ওপরের দুটিতে নকশাধর্মী বৃত্তের ৫ লেখা এবং নিচের দুটি আনারস ফলের ফর্মের ওপর ৫ লেখা রয়েছে। বিপরীত দিকে তিনটি নকশাধর্মী চতুর্ভুজের ওপর সংখ্যামান লেখা। বাংলা সংখ্যামানের আধিক্য বেশি দেখা যায়। কম্পোজিশনেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সম্মুখভাগে বর্ডারের প্যাটার্নে বাংলাদেশ ব্যাংক কথাটি বোল্ড ফন্টে লেখা। বিপরীত দিকে ফ্রি স্পেসে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলায় বোল্ড ও ইংরেজিতে তুলনামূলক ছোটো ফন্টে সজ্জিতকরণ করা হয়েছে।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে ডানদিকে ঘোরানো বাঘের মাথা দেখা যায়।

রং (Colour) : লালসহ হালকা নীল, হলুদ ও গোলাপি রঙের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১২০ x ৬৫ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : অদৃশ্য নিরাপত্তা সুতা নোটের ডানদিকে সম্পৃক্ত।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : নকশাবিদ ছিলেন শিল্পী কে. জি. মুস্তাফা।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : টমাস ডি লা লু (Thomas De La Rue) (TDLR), ইংল্যান্ড।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব আ. ন. হামিদউল্লাহ্ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ৮ : পাঁচ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সাল

১০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৩ সালের ১১ই আগস্ট বাংলাদেশে ১০ (দশ) টাকার কাগুজে মুদ্রার পুনরায় নতুন নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : সামনের দিকে নোটের ডানপাশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি (মুখ ডানদিকে ঘোরানো) ও বিভিন্ন নতুন ধরনের নকশা ছিল নোটের চারকোণে দুটি করে পানপাতা।

বিপরীত দিক (Reverse) **:** মুদ্রার বিপরীত দিকে রয়েছে ধানখেতে কৃষকের ধান কাটার দৃশ্য ও কৃষকের মাথায় পাকা ধান।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় নতুনত্ব রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় স্পাইরাল প্যাটার্নের আদলে গতানুগতিকতা থেকে ভিন্নরূপে অঙ্কন করা হয়েছে। এর জমিনটা ছিল সবুজ যা বাংলাদেশের অন্য কোনো নোটে দেখা যায় না। নোটটি অন্যরকম আকর্ষণীয় ছিল।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ও বিপরীত পৃষ্ঠে বাংলাদেশের চিরায়ত গ্রামীণ জীবনের ছবি বাস্তবধর্মীরূপে সচিত্রকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে পানপাতা, স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প **(Lettering) :** টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে সচরাচর পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে সাদা বৃত্তের ফর্মের অলংকরণ দেখা যায়।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের ওপরে বাংলায় ১০ সংখ্যামানের নিচে পানপাতা দিয়ে সজ্জিত করায় তা নতুনত্ব পেয়েছে। বাংলাদেশ

ব্যাংক লেখাটির নিচে ফ্লোরাল প্যাটার্নের নকশা অপরদিকে চারপাশে বর্ডার দেখা যায় তাতে ইংরেজিতে লেখা বাংলাদেশ ব্যাংক রিলিফভাবে সজ্জিত হয়েছে।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে শরীরসহ বাঘের মাথা বৃত্তের মাঝে দেখা যায়।

রং (Colour) : বিভিন্ন মাত্রার বেগুনি কমলা রঙের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৪০ x ৫৯ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : অদৃশ্য নিরাপত্তা সুতা, যা নোটের মাঝখানে সম্পৃক্ত।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : শিল্পী কে. জি. মুস্তাফা।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : ব্র্যাডবারি উইলকিনসন এন্ড কোম্পানি, ইংল্যান্ড ।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব আ. ন. হামিদউল্লাহ্ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত। ১৯৭৪-১৯৭৫ সাল তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন যা ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, সংস্কৃতি সবকিছুতেই প্রভাব পড়ে। স্থবির হয়ে পড়ে সবকিছু। অর্থনৈতিক খাতও এর অন্তর্গত। এই দুই বছর কোনো নতুন নকশার প্রচলন ঘটেনি।

চিত্র ৯ : দশ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১৫ই অক্টোবর ১৯৭৩ সাল

১৯৭৬ সাল

৫ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৬ সালের ১১ই অক্টোবর বাংলাদেশে ৫ (পাঁচ) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নোটের সম্মুখভাগের ডানপাশে পুরান ঢাকার (আরমানিটোলার) ঐতিহাসিক তারা মসজিদের ছবি ও অন্যান্য নকশা।

বিপরীত দিক (Reverse) : নোটের বিপরীত দিকে পাট পাতাসহ কলকারখানার ছবি রয়েছে।

নকশা (Design) : নোটটি তুলনামূলক কম নকশাধর্মী। বর্ডারের সজ্জায় গতানুগতিকতা রয়েছে। বর্ডারের নকশায় স্পাইরাল প্যাটার্নের আদলে অঙ্কন করা হয়েছে। তবে হাফ সার্কেল প্যাটার্ন ব্যবহারে কম্পোজিশনে ভিন্নতা লক্ষণীয়।

সচিত্রকরণ (Illustration) : সম্মুখভাগে মসজিদের ও বিপরীত দিকে কলকারখানাসহ নদীমাতৃক বাংলাদেশের চিত্ররূপ তুলে ধরা হয়েছে, যা বাস্তবধর্মীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রার সম্মুখভাগে মাছ, কুলা, ফুলের মোটিফের সাহায্যে নোটটি অলংকৃত। বিপরীতভাগে নকশি বৃত্ত ও স্পাইরাল প্যাটার্নের ছোট ছোট মোটিফ লক্ষ করা যায়।

লিখনশিল্প (Lettering) : অলংকরণধর্মী টাইপোগ্রাফিতে পাঁচ টাকা সংখ্যাটি লেখা রয়েছে। সামনের ভাগে চারপাশে বাংলায় ৫ এবং মধ্যভাগে বাংলায় পাঁচ টাকা লেখা। পেছনের ভাগে ডানপাশে বৃত্তের মাঝে বাংলায় ও ইংরেজিতে ৫, 5 সংখ্যামানটি লেখা।

অলংকরণ (Ornamentation) : মুদ্রাটি তুলনামূলক অন্যান্য মুদ্রার থেকে কম অলংকরণধর্মী। সম্মুখভাগে সাদা স্পেসের ব্যবহার বেশি তবে বিপরীতভাগে পুরো স্পেস জুড়ে অলংকরণ করা হয়েছে।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের ওপরের দুইপাশে বাংলা সংখ্যামান ৫ লেখা তার নিচে মাছের ফর্মের নকশা এবং নিচের দুইপাশে বাংলা সংখ্যামান ৫ লেখা তার নিচে কুলার ফর্মের নকশা দ্বারা নোটটি সজ্জিত করা হয়েছে। বিপরীত দিকে ডানপাশে অলংকৃত বৃত্তের উপরে বাংলায় ও ইংরেজিতে সংখ্যামান লিখে অলংকৃত করা হয়েছে। অন্য দুপাশ অর্থাৎ বামপাশে নিচের পাট গাছের ওপর সরাসরি সংখ্যামানগুলো লেখা হয়েছে। যা কম্পোজিশনে ভিন্নতা এনেছে।

জলছাপ (Watermark) : বৃত্তের মাঝে বাঘের মাথাসহ শরীরের জলছাপ দেখা যায়।

রং (Colour) : গাঢ় পীত খয়েরি রঙের সংমিশ্রণ তবে পাট গাছের পাতাতে সলিড সবুজ রং দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১২০ x ৬৫ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের বামপাশে স্থাপিত।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. (এসপিসিবিএল), গাজীপুর।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব নাজিরুদ্দিন আহমদ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ১০ : পাঁচ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১১ই অক্টোবর ১৯৭৬ সাল

১০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৬ সালের ১১ই অক্টোবর বাংলাদেশে ১০ (দশ) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নোটের সম্মুখভাগের ডানপাশে ঢাকার (আরমানিটোলার) ঐতিহাসিক তারা মসজিদের ছবি রয়েছে।

বিপরীত দিক (Reverse) : নোটের পিছনে শোভা পাচ্ছে ধানক্ষেতে কর্মরত কৃষকের দৃশ্য ও নকশা।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় পানপাতার নকশা রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় জ্যামিতিক প্যাটার্নের আদলে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে ডানপাশে মসজিদের ছবি, বামপাশে অর্ধবৃত্ত রঙিন আলপনার ছবি ও বিপরীত পৃষ্ঠে চা বাগানের বাস্তবধর্মী ছবি সচিত্রকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নকশা ও আলপনা দ্বারা নোটটি সজ্জিত।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে ফুল, পানপাতা, জ্যামিতিক মোটিফ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী। সামনের ভাগে চারদিকে

বাংলায় ১০ সংখ্যামান লেখা। বিপরীত পাশে কোনাকুনি বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যামান উল্লিখিত। সাদা রঙের সাহায্যে তা আপ করা হয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে যে সাদা বৃত্ত দেখা যায় এ নোটেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের চারপাশে লাল রঙের পানপাতার ওপরে ১০ সংখ্যাটি লেখা হয়েছে সাদা রঙে। বিপরীত দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামটির নিচেও অলংকৃত স্ট্রিপ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে, যা নান্দনিক।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে ডানদিকে তাকানো বাঘের শরীরসহ প্রতিকৃতি দেখা যায়।

রং (Colour) : মেরুন রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৪০ x ৬৯ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের মধ্যখানে অদৃশ্যমান নিরাপত্তা সুতা রয়েছে।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. (এসপিসিবিএল), গাজীপুর।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব নাজিরুদ্দিন আহমদ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ১১ : দশ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১১ই অক্টোবর ১৯৭৬ সাল

৫০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৬ সালের ১লা মার্চ বাংলাদেশে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নোটের সম্মুখভাগের ডানপাশে তারা মসজিদের ছবি ও অন্যান্য নকশা।

বিপরীত দিক (Reverse) : নোটের পিছনে শোভা পাচ্ছে সিলেটের চা বাগানের মনোরম দৃশ্য ও নকশা।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় ফুল, পাতার নকশা রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় ইসলামিক প্যাটার্নের আদলে গতানুগতিকভাবে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে মসজিদের ছবি, মাঝে রঙিন ফুলের ছবি ও বিপরীত পৃষ্ঠে চা বাগানের বাস্তবধর্মী ছবি সচিত্রকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নকশা ও আলপনা দ্বারা নোটটি সজ্জিত।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে ফুল, ইসলামিক মোটিফ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী। সামনের ভাগে চারদিকে বাংলায় ৫০ সংখ্যামান লেখা। বিপরীত পাশে ডানপাশে বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যামান উল্লিখিত। সাদা রঙের সাহায্যে তা আপ করা হয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে যে সাদা বৃত্ত দেখা যায় তা এখানেও লক্ষণীয়।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের চারপাশে লাল রঙের নকশার ওপরে ৫০ সংখ্যাটি লেখা হয়েছে সাদা রঙে। বিপরীত দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামটির নিচেও অলংকৃত স্ট্রিপ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে, যা নান্দনিক।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে ডানদিকে তাকানো বাঘের ছবি দেখা যায়।

রং (Colour) : গাঢ় কমলা রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৫২ x ৬৯ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের মধ্যখানে অদৃশ্যমান নিরাপত্তা সুতা রয়েছে।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. (এসপিসিবিএল), গাজীপুর।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব নাজিরুদ্দিন আহমদ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ১২ : পঞ্চাশ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১লা মার্চ ১৯৭৬ সাল

১০০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৬ সালের ১লা মার্চ বাংলাদেশে ১০০ (একশত) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নোটের সম্মুখভাগের বামপাশে শোভা পাচ্ছে তারা মসজিদের ছবি ও অন্যান্য নকশা।

বিপরীত দিক (Reverse) : বিপরীত দিকে দেখা যাচ্ছে আমাদের গ্রামবাংলার নদী ও চারপাশে নকশা।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় নতুনত্ব রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় ইসলামিক, স্পাইরাল ও লোকজ প্যাটার্নের আদলে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে মসজিদের ছবি ও বিপরীত পৃষ্ঠে বাস্তবধর্মীরূপে নদী-নৌকার দৃশ্য সচিত্রকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নকশা ও আলপনা দ্বারা নোটটি সজ্জিত।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে ফুল, লতাপাতা, ইসলামিক মোটিফ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে যে সাদা বৃত্ত দেখা যায় এ নোটে তার থেকে ব্যতিক্রম স্পাইরাল ফর্মের অলংকরণ দেখা যায়।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের চারপাশ বিভিন্ন লাইনের স্পাইরাল প্যাটার্নের নকশা এবং অপরদিকেও নকশি লাইনের বর্ডার দেখা যায় যা আকর্ষণীয়রূপে সজ্জিত হয়েছে। সংখ্যামানের নিচে বিভিন্ন প্যাটার্ন দ্বারা সজ্জিত।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখা যায়। সিরিয়াল নম্বরে ইলেকট্রোটাইপ জলছাপ দেখা যায়।

রং (Colour) : গাঢ় নীল রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৬০ x ৬৯ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের বামপাশে অদৃশ্যমান নিরাপত্তা সুতা রয়েছে।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : পাওয়া যায়নি।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব নাজিরুদ্দিন আহমদ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

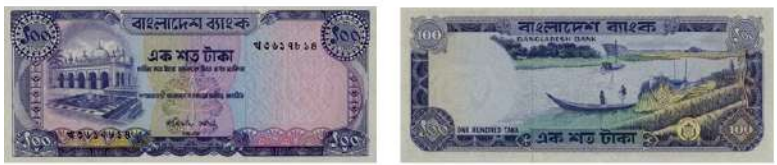

চিত্র ১৩ : একশত টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১লা মার্চ ১৯৭৬ সাল

৫০০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে ৫০০ (পাঁচশত) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নোটের সম্মুখভাগের বামপাশে শোভা পাচ্ছে তারা মসজিদের ছবি, অলংকরণধর্মী নকশায় পরিপূর্ণ।

বিপরীত দিক (Reverse) : বিপরীত দিকে দেখা যাচ্ছে সুপ্রীম কোর্টের ছবি ও চারপাশে নকশা।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় নতুনত্ব রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় স্পাইরাল ও জ্যামিতিক প্যাটার্নের আদলে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে মসজিদের ছবি ও বিপরীত পৃষ্ঠে বাস্তবধর্মীরূপে সুপ্রীম কোর্টের দৃশ্য সচিত্রকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নকশা দ্বারা নোটটি সজ্জিত।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে ভাসমান শাপলা ফুল, কাস্তে হাতে ধানের শিষ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে যে সাদা বৃত্ত দেখা যায় তা এখানে অনুপস্থিত। তবে সম্মুখভাগে আয়তকার ও বিপরীতপাশে অর্ধবৃত্তের সাদা ফর্ম তৈরি করা হয়েছে যা এ পর্যন্ত কোনো কাগুজে মুদ্রায় দেখা যায়নি। স্পাইরাল ফর্মের অলংকরণের আধিক্য লক্ষণীয়।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের চারপাশ বিভিন্ন লাইনের স্পাইরাল প্যাটার্নের নকশা এবং অপরদিকেও নকশি লাইনের বর্ডার দেখা যায় যা আকর্ষণীয়রূপে সজ্জিত হয়েছে। সংখ্যামানের নিচে বিভিন্ন প্যাটার্ন দ্বারা সজ্জিত।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে বাঘের ছবি আয়তকার ফর্মে দেখা যায়। নোটের মাঝে ৫০০ সংখ্যা জলছাপ দেখা যায়।

রং (Colour) : নীল, সবুজ, পীতাভ খয়েরি ও লাল রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৭০ x ৬৯ মি.মি.

আকার **(Shape) :** আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের মাঝখানের সামান্য ডানে অদৃশ্যমান নিরাপত্তা সুতা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক লেখাটি নিরাপত্তা সুতায় মাইক্রোপ্রিন্ট করা।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : পাওয়া যায়নি।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব সেগুফতা বখ্‌ত চৌধুরী (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ১৪ : পাঁচশত টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৬ সাল

১৯৭৭ সাল

১০০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে ১০০ (একশত) টাকার কাগুজে মুদ্রার পুনরায় নতুন নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নোটের সম্মুখভাগের ডানপাশে তারা মসজিদের ছবি ও অন্যান্য নকশা।

বিপরীত দিক (Reverse) : নোটের পিছনে শোভা পাচ্ছে বিখ্যাত লালবাগ কেল্লা ও চারপাশে নকশা।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ লোকজ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় নতুনত্ব রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় অলংকরণধর্মী প্যাটার্নে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে মসজিদ, লোকজ সূচিশৈলীর নকশা ও বিপরীত পৃষ্ঠে লালবাগ কেল্লার মনোরম দৃশ্য বাস্তবধর্মীরূপে সচিত্রকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে লোকমোটিফ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী। সামনের ভাগে চারদিকে বাংলা সংখ্যামান লেখা। বিপরীত পাশে আড়াআড়িভাবে বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যামান উল্লিখিত। সাদা রঙের স্ট্রোকের সাহায্যে তা আপ করা হয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী কাগুজে মুদ্রাটিতে সাদা অর্ধবৃত্ত দেখা যায়। এ নোটে স্পাইরাল ফর্মের অলংকরণ দেখা যায়।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের ডানপাশে লাল রঙের লাইনের স্পাইরাল প্যাটার্নের নকশা এবং অপরদিকে লোকজ নকশা ও নকশি লাইনের বর্ডার দেখা যায় যা আকর্ষণীয়রূপে সজ্জিত হয়েছে।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে বাঘের ছবি দেখা যায়।

রং (Colour) : মূলত নীল রং দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৬০ x ৬৯ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটে দৃশ্যমান নিরাপত্তা সুতা রয়েছে। বিশেষ নিরাপত্তাচিহ্ন দেখা যায়।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. (এসপিসিবিএল), গাজীপুর।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটিতে স্বাক্ষর করেছেন মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন (গভর্নর)।

চিত্র ১৫ : একশত টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৭ সাল

১৯৭৮ সাল

৫ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৮ সালের ২রা মে বাংলাদেশে ৫ (পাঁচ) টাকার নতুন নকশার কাগুজে মুদ্রার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : মুদ্রার ডানপাশে নওগাঁর বিখ্যাত কুসুম্বা মসজিদের ছবি দেখা যাচ্ছে।

বিপরীত দিক (Reverse) : মুদ্রার বিপরীত দিকে পাট পাতাসহ কলকারখানার ছবি রয়েছে।

নকশা (Design) : নোটটি তুলনামূলক কম নকশাধর্মী। বর্ডারের সজ্জায় গতানুগতিকতা রয়েছে। বর্ডারের নকশায় স্পাইরাল প্যাটার্নের আদলে অঙ্কন করা হয়েছে। তবে হাফ সার্কেল প্যাটার্ন ব্যবহারে কম্পোজিশনে ভিন্নতা লক্ষণীয়।

সচিত্রকরণ (Illustration) : সম্মুখভাগে মসজিদের ও বিপরীত দিকে কলকারখানাসহ নদীমাতৃক বাংলাদেশের চিত্ররূপ তুলে ধরা হয়েছে, যা বাস্তবধর্মীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রার সম্মুখভাগে মাছ, কুলা মোটিফের সাহায্যে নোটটি অলংকৃত। বিপরীতভাগে নকশি বৃত্ত ও স্পাইরাল প্যাটার্নের ছোটো ছোটো মোটিফ লক্ষ করা যায়।

লিখনশিল্প (Lettering) : অলংকরণধর্মী টাইপোগ্রাফিতে পাঁচ টাকা সংখ্যাটি লেখা রয়েছে। সামনের ভাগে চারপাশে বাংলায় ৫ এবং মধ্যভাগে বাংলায় পাঁচ টাকা লেখা। পেছনের ভাগে ডানপাশে বৃত্তের মাঝে বাংলায় ও ইংরেজিতে ৫, 5 সংখ্যামানটি লেখা।

অলংকরণ (Ornamentation) : মুদ্রাটি তুলনামূলক অন্যান্য মুদ্রার থেকে কম অলংকরণধর্মী। সম্মুখভাগে সাদা স্পেসের ব্যবহার বেশি তবে বিপরীতভাগে পুরো স্পেস জুড়ে অলংকরণ করা হয়েছে।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের উপরের দুইপাশে বাংলা সংখ্যামান ৫ লেখা তার নিচে মাছের ফর্মের নকশা এবং নিচের দুইপাশে বাংলা

সংখ্যামান ৫ লেখা তার নিচে মাছের ফর্মের নকশা এবং নিচের দুইপাশে বাংলা সংখ্যামান ৫ লেখা তার নিচে কুলার ফর্মের নকশা দ্বারা নোটটি সজ্জিত করা হয়েছে। বিপরীত দিকে ডানপাশে অলংকৃত বৃত্তের উপরে বাংলায় ও ইংরেজিতে সংখ্যামান লিখে অলংকৃত করা হয়েছে। অন্য দুপাশ অর্থাৎ বামপাশে নিচের পাট গাছের ওপর সরাসরি সংখ্যামানগুলো লেখা হয়েছে। যা কম্পোজিশনে ভিন্নতা এনেছে।

জলছাপ (Watermark) : বৃত্তের মাঝে বাঘের মাথার জলছাপ দেখা যায়।

রং (Colour) : গাঢ় খয়েরি রঙের সংমিশ্রণ তবে পাট গাছের পাতাতে সলিড সবুজ রং দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১২০ x ৬৫ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের বামপাশে স্থাপিত।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. (এসপিসিবিএল), গাজীপুর।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব নুরুল ইসলাম (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ১৬ : পাঁচ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ২রা মে ১৯৭৮ সাল

১০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৮ সালের ৩রা আগস্ট বাংলাদেশে ১০ (দশ) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নোটের সম্মুখভাগের ডানপাশে আতিয়া মসজিদের ছবি ও অন্যান্য নকশা।

বিপরীত দিক (Reverse) : নোটের পিছনে ধানক্ষেতে কৃষকের ধান কাটার দৃশ্য শোভা পাচ্ছে।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় পানপাতার নকশা রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় ইসলামিক প্যাটার্নের আদলে গতানুগতিকভাবে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে মসজিদের ছবি, মাঝে রঙিন ফুলের ছবি ও বিপরীত পৃষ্ঠে চা বাগানের বাস্তবধর্মী ছবি সচিত্রকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নকশা ও আলপনা দ্বারা নোটটি সজ্জিত।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে ফুল, পানপাতা, ইসলামিক মোটিফ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী। সামনের ভাগে চারদিকে বাংলায় ১০ সংখ্যামান লেখা। বিপরীত পাশে ডানপাশে বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যামান উল্লিখিত। সাদা রঙের সাহায্যে তা আপ করা হয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে যে সাদা বৃত্ত দেখা যায় এ নোটেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের চারপাশে লাল রঙের পানপাতার ওপরে ১০ সংখ্যাটি লেখা হয়েছে সাদা রঙে। বিপরীত দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামটির নিচেও অলংকৃত স্ট্রিপ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে, যা নান্দনিক।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে ডানদিকে তাকানো বাঘের ছবি দেখা যায়।

রং (Colour) : গাঢ় মেরুন রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৪০ x ৬৯ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের মধ্যখানে অদৃশ্যমান নিরাপত্তা সুতা রয়েছে।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. (এসপিসিবিএল), গাজীপুর।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব নাজিরুদ্দিন আহমদ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ১৭ : দশ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ৩রা আগস্ট ১৯৭৮ সাল

১৯৭৯ সাল

১ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে ১ (এক) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার পরিবর্তন হয় এবং প্রচলনও করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : বামপাশের মধ্যখানে তিনটি তিলকিত হরিণ দেখা যাচ্ছে।

বিপরীত দিক (Reverse) : মুদ্রার বিপরীত দিকে বৃত্তের মাঝে জাতীয় প্রতীক শাপলা।

নকশা (Design) : পূর্বের নোটের নকশার তুলনায় এ নোটটি বেশ নকশাধর্মী। বর্ডারের সজ্জায় নতুনত্ব রয়েছে। বর্ডারের নকশায় জিওমেট্রিক ও স্পাইরাল প্যাটার্নের আদলে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির হরিণগুলো বাস্তবধর্মীরূপে সচিত্রকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রার সম্মুখ ও বিপরীত দিকে স্পাইরাল এবং ডায়মন্ড প্যাটার্নের ছোটো ছোটো মোটিফ লক্ষ করা যায়।

লিখনশিল্প (Lettering) : অলংকরণধর্মী টাইপোগ্রাফিতে এক টাকা সংখ্যাটি লেখা রয়েছে। সামনের ভাগে একপাশের বর্ডারে বাংলায় ১ এবং তারপাশে ইংরেজি সংখ্যাতে '1' লেখা। তার নিচে কথায় এক টাকা লেখা রয়েছে যা একটি আয়তক্ষেত্রের মাঝে স্থাপিত। পেছনের ভাগে নিচের বর্ডারে বাংলায় ১ লেখা। তারপাশ থেকে একটি লম্বালম্বি স্ট্রিপে কথায় রিভার্সে এক টাকা লেখা, যা খুবই নান্দনিক।

অলংকরণ (Ornamentation) : সমগ্র কাগুজে মুদ্রাটির অলংকরণধর্মী বর্ডার, জাতীয় প্রতীকের চারপাশের অলংকৃত বৃত্তের বিন্যাস, উল্টা 'D' শেইপের একটি নতুন ফর্ম দেখা যায়। তার পেছনে হরিণের বিন্দু বিন্দু তিলের সুনির্দিষ্ট অলংকরণ দেখা যায়।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের উপরের একপাশে ফুলের মতো বৃত্তের ওপর ইংরেজিতে সংখ্যামান 1 লিখে তা সজ্জিত করা হয়েছে। অপরদিকে লম্বা স্ট্রিপে বাংলায় ১ লিখে অলংকৃত করা হয়েছে। ষড়ভুজের মাঝে বিপরীত পাশে বামে ও ডানে বাংলায় ১ লেখা রয়েছে। বাংলা ভাষার আধিক্য এখানে লক্ষণীয়। পূর্বের ১ টাকার কাগুজে মুদ্রাগুলোর ন্যায় চারপাশে বর্ডার দেখা যায় না। কম্পোজিশনে ভিন্নতা রয়েছে।

জলছাপ (Watermark) : উল্টো 'D' শেইপের মাঝে বাঘের বিশ্রামরত অবস্থায় বসা জলছাপ দেখা যায়।

রং (Colour) : হালকা বেগুনি, লাল ও হলুদ রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১০০ x ৬০ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের ডানপাশে স্থাপিত।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : তৎকালীন সময়ে এ কাগুজে মুদ্রার নকশা প্রিন্টিং প্রেসের মাধ্যমেই করা হয়।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : উল্লেখ নেই।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব আবুল খায়ের (অর্থ সচিব, বাংলাদেশ সরকার) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ১৮ : এক টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ সাল

পরবর্তী সময়ে তিনটি তিলকিত হরিণের নকশায় এক টাকার কাগুজে মুদ্রাটি ১ই মার্চ ১৯৮২ সাল, ১০ই জুন ১৯৮৩ সাল, ১৫ই জানুয়ারি ১৯৮৫ সাল, ৩০ই জুন ১৯৮৮ সাল, ৩০শে মে ১৯৮৯ সাল, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮৯ সাল, ৪ঠা মার্চ ১৯৯১ সাল, ১২ই জানুয়ারি ১৯৯২ সাল, ৮ই মে ১৯৯৩ সাল, ৩০ই মে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত একাধিকবার নকশার ও রঙের বিবর্তনের সমন্বয়ে তা মুদ্রিত হয়।

২০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৯ সালের ২০শে আগস্ট বাংলাদেশে ২০ (বিশ) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রথম প্রচলন করা হয়। এবং তার ধরনে পূর্বের ছাপা কাগুজে মুদ্রার তুলনায় কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : ডানপাশে ষাট গম্বুজ মসজিদের ছবি।

বিপরীত দিক (Reverse) : মুদ্রার বিপরীত দিকে রয়েছে বৃত্ত এবং আমাদের সোনালি আঁশ পাটের ধৌতকরণের দৃশ্য।

নকশা (Design) : এ নোটটি বেশ নকশাধর্মী। মুদ্রার সম্মুখে লোকজ ফুলের ও বিপরীত দিকে স্পাইরাল প্যাটার্নের ছোটো ছোটো মোটিফ লক্ষ করা যায়। নোটটি বেশ নকশাধর্মী।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটিতে গ্রামবাংলার সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের পাট ধৌতকরণের দৃশ্য ও মসজিদের ছবিগুলো বাস্তবধর্মীরূপে সচিত্রকরণ করা হয়েছে। বর্ডারের নকশায় জ্যামিতিক প্যাটার্নের আদলে গতানুগতিকভাবে অঙ্কন করা হয়েছে। মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে মসজিদের ছবি, মাঝে রঙিন ফুলের ছবি ও বিপরীত পৃষ্ঠে খালে পাট ধৌতকরণের বাস্তবধর্মী ছবি সচিত্রকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নকশা ও আলপনা দ্বারা নোটটি সজ্জিত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী। সামনের ভাগে চারদিকে বাংলায় ২০ সংখ্যামান লেখা। বিপরীত পাশে ডানপাশে বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যামান উল্লিখিত। সাদা রঙের সাহায্যে তা আপ করা হয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে যে সাদা বৃত্ত দেখা যায় এ নোটেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের চারপাশে সবুজ রঙের নকশার উপরে ২০ সংখ্যাটি লেখা হয়েছে সাদা ও সবুজ রঙে তবে সাদা আউট লাইনে। বিপরীত দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামটির নিচেও অলংকৃত স্ট্রিপ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে, যা নান্দনিক।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে ডানদিকে তাকানো বাঘের ছবি দেখা যায়।

রং (Colour) : গাঢ় সবুজ রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৪৬ x ৬৯ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের মধ্যখানে অদৃশ্যমান নিরাপত্তা সুতা রয়েছে।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. (এসপিসিবিএল), গাজীপুর।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব নুরুল ইসলাম (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ১৯ : বিশ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ২০শে আগস্ট ১৯৭৯ সাল

৫০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৯ সালের ৪ঠা জুন বাংলাদেশে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নোটের সম্মুখভাগের ডানপাশে সাত গম্বুজ মসজিদের ছবি ও অন্যান্য নকশা।

বিপরীত দিক (Reverse) : নোটের পিছনে শোভা পাচ্ছে সিলেটের চা বাগানের মনোরম দৃশ্য ও নকশা।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় পানপাতার নকশা রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় ইসলামিক প্যাটার্নের আদলে গতানুগতিকভাবে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে মসজিদের ছবি, মাঝে রঙিন ফুলের ছবি ও বিপরীত পৃষ্ঠে চা বাগানের বাস্তবধর্মী ছবি সচিত্রকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নকশা ও আলপনা দ্বারা নোটটি সজ্জিত।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে ফুল, পানপাতা, ইসলামিক মোটিফ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী। সামনের ভাগে চারদিকে বাংলায় ৫০ সংখ্যামান লেখা। বিপরীত পাশে ডানপাশে বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যামান উল্লিখিত। সাদা রঙের সাহায্যে তা আপ করা হয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে যে সাদা বৃত্ত দেখা যায় এ নোটেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের চারপাশে লাল রঙের পানপাতার ওপরে ৫০ সংখ্যাটি লেখা হয়েছে সাদা রঙে। বিপরীত দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামটির নিচেও অলংকৃত স্ট্রিপ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে, যা নান্দনিক।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে ডানদিকে তাকানো বাঘের ছবি দেখা যায়।
রং (Colour) : গাঢ় কমলা রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।
মাপ (Size) : ১৫২ x ৬৯ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের মধ্যখানে অদৃশ্যমান নিরাপত্তা সুতা রয়েছে।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. (এসপিসিবিএল), গাজীপুর।
স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব নুরুল ইসলাম (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ২০ : পঞ্চাশ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ৪ঠা জুন ১৯৭৯ সাল

১৯৮০ সাল

এ সালে উল্লেখযোগ্য কোনো নকশার পরিবর্তন ঘটেনি। তাই নতুন নোটের প্রচলন দেখা যায়নি।

সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য সকল দেশের ন্যায় বাংলাদেশও মুদ্রার সুরক্ষা ও জালিয়াতির প্রতিরোধে কয়েকটি সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশ মুদ্রাকে জাল থেকে রক্ষা করতে কয়েকটি সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে বাংলাদেশ অর্থবিষয়ক কর্তৃপক্ষ রিপ্রোডাকশন করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, যা নিম্নরূপ :

- Thread
- Watermark
- Anti-copy Image
- See Through method
- Microprint
- Latent Image
- Optically variable Inks
- Blind Recognition

Thread : থ্রেড সুরক্ষার ক্ষেত্রে দুধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যা হলো : Solid Line Ges Star-burst effect. থ্রেডগুলো কাগজের মধ্যে এমবেড করা থাকে। সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েও যেতে পারে আবার তা স্টার বিস্ফোরণের প্রভাবও লক্ষ্য করা যেতে পারে। যেখানে থ্রেডটি কাগজের অভ্যন্তরে ও তার বাইরে সাধারণত বুনতে দেখা যায়। তবে নোট হালকাভাবে ধরলে ট্র্যাডটি একটি শক্ত রেখা হিসেবে দেখা যায়। থ্রেড এমন বৈশিষ্ট্যসংবলিত উপাদান দিয়ে প্রস্তুত করা হয়, যা স্বচ্ছ প্লাস্টিকে মাইক্রোপ্রিন্টিং উপকরণ যুক্ত করা হয় যাতে অ্যান্টিভায়োলেট রশ্মির নিচে ফ্লোরসেস (গ্লো) দেয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুরক্ষা থ্রেডেও মাইক্রোপ্রিন্ট থাকতে পারে।

Watermark : বাংলাদেশ ব্যাংকের নোটে তিনটি পৃথক মোটিফসহ পাঁচটি ভিন্ন জলছবি দেখা যায়। মোটিফগুলো হলো : বাঘের প্রতিকৃতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ও সংখ্যায় '500' এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের লোগো। পাঁচশত টাকার নোটে শুধু সংখ্যায় '500' এবং অন্যান্য নোটে বাংলাদেশ ব্যাংকের লোগো দেখা যায়।

Anti-copy Image : সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অ্যান্টি কপি চিত্রের রঙের কপির এবং ইলেকট্রনিক স্ক্যানারগুলো জাল নোটের হুমকির প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে। ব্যাংক নোটের উৎপাদক বা প্রিন্টারগুলো আবিষ্কারে নোটের অবজ্ঞাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রযুক্তির টাইপগুলো দ্বারা সহজেই রিপ্রোডাকশন করা হয় না। এন্টি অনুলিপি বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত জরিমানা দিয়ে গঠিত হয়। 'নকল' বা 'অকার্যকর' বৈশিষ্টগুলো কিছু শব্দের সাথে বিন্দু বা রেখাগুলো হস্তক্ষেপের প্রভাবগুলোতে গোপন বার্তাগুলো অনুলিপি করা।

See Through Method : নোটগুলো ব্যাক প্রিন্ট করতে ব্যবহৃত যথার্থ সরঞ্জামগুলো নোটগুলোর লিথো অংশের পিছনে এবং সামনের অংশটি একসাথে মুদ্রণ করতে সক্ষম করে। এগুলো একে অপরের সাথেও নিখুঁত নিবন্ধকরণ ক্ষমতাটি ব্যবহার করে। এটি দুটি পৃথক চিত্র সমন্বিত, একটি সামনে এবং অন্যটি পিছনে। নোটটি হালকা পর্যন্ত ধরে রাখা হয়। যা দুটি চিত্রের থাই সমন্বয়সহ তৃতীয় চিত্র তৈরি করা হয়।

Microprint : ক্ষুদ্র চিত্রগুলো নকশাতে তৈরি হয়ে যায় এবং উভয়ই ইন্টিগ্লিও এবং লিথো মুদ্রণ প্রক্রিয়া দ্বারা মুদ্রিত করা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যদি সমস্ত কৌশল জাল না হয় তবে এই ক্ষুদ্র বার্তাগুলো হারিয়ে যায়, তাই সেইক্ষেত্রে তারা আরও ভালো সুরক্ষা দেয়।

Latent Image : প্রচ্ছন্ন চিত্রগুলো ইন্টিগ্লিও মুদ্রণ দ্বারা উৎপাদিত হয় এবং তারা যে সুরক্ষা সরবরাহ করে তা সরাসরি ইন্টিগ্লিও প্রিন্টের স্বচ্ছ প্রকৃতির ফলাফল। যখন সরাসরি দেখা হয়, একটি সুপ্ত চিত্র কিছু ভাঙা রেখা ছাড়া কিছুই প্রকাশ করে না এবং যদি আপনি ঘনিষ্ঠভাবে তাকান তবে তা হয়! তবে এক ঝলক কোণে একটি চিত্র প্রদর্শিত হবে। Appears এটি ইন্টিগ্লিও প্রিন্টের ফলাফলটি কাগজকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং বৈপরীত্য তৈরি করার ফলাফল।

Optically variable Inks : অপটিক্যালি ভেরিয়েবল কালি বা ওভিতে বিশেষ ফিল্মের ছোট ছোট ফ্লেক্স রয়েছে, যা দেখার কোণটি বৈচিত্র্যযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে রং পরিবর্তন করে ফলাফল দেখার কোণটির প্রকরণ অনুসারে কালির পরিবর্তিত রং। এগুলোর খুব ছোট অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। এটি কখনো কখনো সিল্ক স্ক্রিন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে মুদ্রিত হয়।

Blind Recognition : দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রায়শই একই আকারের বা প্রায় একই আকারের নোটগুলোর মধ্যে দুটি পার্থক্যের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন। এগুলি তাদের সহায়তার জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি বিকাশ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায়শই বিভিন্ন রঙে মুদ্রিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ ব্যাংকে নোট পাঁচটি বিন্দু ১০০০ টাকার নোটে ব্যবহৃত হয়, চারটি বিন্দু ৫০০ টাকার নোটে ব্যবহৃত হয়, তিনটি বিন্দু ১০০ টাকার নোটে, দুটি বিন্দু ৫০ টাকার নোটে এবং একটি বিন্দু ২০ টাকার নোটে ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত বিন্দগুলো বিজ্ঞপ্তিযুক্ত এবং উপরের ডানদিকে স্থাপন করা হয়। এটা নোটের কোণে থাকার ফলে হাতের স্পর্শে তা অনুভূত হয়।

বর্তমান সময়ে প্রচলিত একটি ১০০০ টাকার কাগুজে মুদ্রায় চিত্রের সাহায্যে সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো :

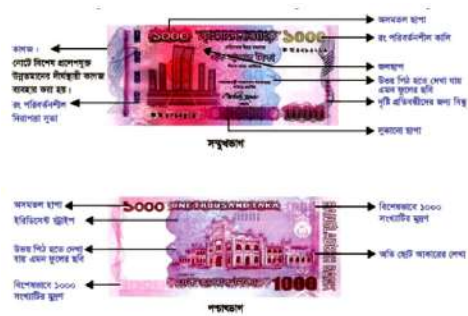

চিত্র ২১ : বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ছাপা পোস্টার থেকে সংগৃহীত

বাংলাদেশে সেই ১৯৭২ সাল থেকে আজ অবধি বিভিন্ন মূল্যমানের কাগুজে মুদ্রার প্রচলনভাগ নোটই ব্যাংকনোট তবে কিছু সরকারি নোট হিসেবে প্রচলিত ছিল। প্রথম দিকে মুদ্রণের ক্ষেত্রে ভারত, ইংল্যান্ড ও বর্তমানে বাংলাদেশেই নোটগুলো মুদ্রিত হচ্ছে। ১৯৭২ সালে ২০ টাকা বা ৫০ টাকার কোনো নোট ছাপা হয়নি। ১০০ টাকার নোট দুটি ছাপা হয়; যার প্রথমটির প্রচলন হয় ৪ঠা মার্চ ১৯৭২। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ব্যাংক নোট বলে ধারণা করা হয় তবে তা প্রচলনের তারিখের ভিত্তিতে।

চিত্র ২২ : বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত বাংলাদেশের প্রথম কাগুজে নোট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সংবলিত মোট ছয়টি কাগুজে মুদ্রা ১৯৭২ সালে প্রথম ছাপা হয়। তবে ৫ টাকার নোটটি কয়েকবার অবমুক্ত করা হয়েছে। তেমনি ১০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকারও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নকশায় অবমুক্ত হয়েছে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আমাদের এ কাগুজে নকশার স্থায়িত্ব বা সময়কাল নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে মানের বিপর্যয় ঘটে। সময়ের সাথে সাথে কখনো এর ছন্দপতনও ঘটে। তবে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বাংলাদেশের কাগুজে মুদ্রার নকশা ধীরে ধীরে আরো স্বীয় স্থানে বলীয়ান হবে।

তথ্যসূত্র

মোহাম্মদ আলী খান (২০২০)। *ডাকটিকিট ও মুদ্রায় বঙ্গবন্ধু।* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোহা. মোশাররফ হোসেন (২০১৪)। *আদি ঐতিহাসিক মুদ্রার ইতিহাস।* দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

বুলবুল আহমেদ (২০১৩) । *বাংলাদেশ ব্যাংকের স্মারক মুদ্রা ও নোট।* টাকা জাদুঘর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।

কালের সাক্ষী, টাকা জাদুঘরের এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।

BD Chattopadhya (1977) Currency in Early Bengal, *Journal of Indian History,* LV.

Siddique Mahmudur Rahman, M Muhibullah, Md Jahirul Islam, Sayed Bin Salam, Arup Kumar Shaha & Abdus Samad (2011) *Cowri To Taka, Triune-*Monitor Publications, Dhaka.

Sirajul Islam (2007) *Taka,* Banglapedia, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka.